আমাদের সময়

তারিখ ... 15 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গলা কাটা ফি আদায়

এম এইচ রবিন ●

দুই দশকের বেশি সময় ধরে দেশে একের পর এক নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ফি-সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা তৈরি করতে পারেনি সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রস্তাবিত নীতিমালা অঙ্কুরেই থেকে গেছে দুই বছর ধরে। আর নীতিমালা না থাকার সুযোগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো গলাকাটা ফি আদায় করছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। শিক্ষাবিদদের মতে, শিক্ষাদানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মুনাফালোভী না হয়ে সেবায় ব্রতী হওয়া উচিত।

দুই বছরেও হয়নি নীতিমালা

ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ও টিউশন এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি সরবরাহেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচ্চহার ফি আদায়ের হাজার-হাজার অভিযোগ আসে ইউজিসিতে। কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতি বছর সব ফি বৃদ্ধি করে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। এসব অভিযোগ পাওয়ার পর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি-সংক্রান্ত একটি নীতিমালা করা জরুরি উল্লেখ করে ২০১৩ সালের অক্টোবরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি সুপারিশ পাঠায় ইউজিসি। কিন্তু সে সুপারিশ চূড়ান্ত না হওয়ায় অঙ্কুরেই থেকে গেছে প্রস্তাবিত নীতিমালা। ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার কারণেই নীতিমালাটি ফাইলবন্দি হয়ে আছে।

চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হয়েছে গত ৯ আগস্ট। এরই মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অভিযোগ,

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ নিয়ন্ত্রিত হলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনো নিয়মনীতি নেই। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইচ্ছামতো ফি আদায় করছে। তারা চলতি ভর্তি মৌসুমেই একটি স্বচ্ছ শিক্ষাবান্ধব নীতিমালা করার দাবি জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এ ভর্তি ফি সহনীয় পর্যায়ে রাখার কথা উল্লেখ আছে। তারপরও একটি পৃথক নীতিমালার কাজ চলছে। তবে সেটি কখন শেষ হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।

ভর্তিচ্ছু কয়েক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যেগুলোর সুনাম আছে, সেগুলোর ভর্তি ও টিউশন ফি মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। এর ওপর সম্প্রতি উচ্চশিক্ষায় সরকারের সাড়ে সাত শতাংশ করারোপ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বলে মনে করছেন অভিভাবকরা।

রাজধানীর বসুন্ধরায় অবস্থিত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ সম্পন্ন করতে ৭ থেকে ৯ লাখ টাকা ব্যয় হয়। এর সঙ্গে যোগ হবে নতুন কর। সে ক্ষেত্রে প্রায় এক সেমিস্টারের সমান টাকা ব্যয় করতে হবে আমাদের। যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে না, তারা তো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। যদি খরচের হার এমন হয়, তাহলে মধ্যবিত্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষাগ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের খরচের হিসাবে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের পছন্দের শীর্ষে থাকা বিষয়গুলোয় পড়াশোনার খরচ মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। চলতি বছর এ খরচ আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) পড়তে খরচ হয় আড়াই লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত। মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (এমবিএ) ১ লাখ থেকে ৫ লাখ, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (সিএসই) ৩ লাখ থেকে সাড়ে ৬ লাখ, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক পড়তে ২ লাখ থেকে সাড়ে ৫ লাখ, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিংয়ে আড়াই লাখ থেকে ৫ লাখ, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (ইসিই) ৩ লাখ থেকে ৭ লাখ ও সাংবাদিকতায় স্নাতক পড়তে ২ লাখ থেকে সাড়ে ৫ লাখ টাকা খরচ হয়। তবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এর চেয়ে কম খরচেও লেখাপড়ার সুযোগ আছে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান ভিন্ন, খরচও ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে নীতিমালা করে নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটা কষ্টসাধ্য। দুই দশক ধরে বিভিন্ন সরকারের আমলে ধারাবাহিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার জন্য ফি নির্ধারণে কোনো নীতিমালা করতে পারেনি সরকার। ফলে ইচ্ছামতো ফি আদায় করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সহজলভ্য ও সব শ্রেণির জন্য উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষার্থীদের প্রদেয় বিভিন্ন ফি ও চার্জ সহনীয় পর্যায়ে রাখা অত্যাবশ্যক। তিনি মনে করেন, মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা লাভের পথ আরও সুগম করতে হবে। শিক্ষাদানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মুনাফালোভী না হয়ে সেবায় ব্রতী হওয়া প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান আমাদের সময়কে বলেন, আমি কমিশনে যোগদানের আগে একটি নীতিমালা নিয়ে কাজ করা হয়েছিল। সেটা বাস্তবায়ন হয়নি। সবার সহযোগিতা না থাকলে এমন নীতিমালা করা অসম্ভব।

ইউজিসির তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রায় ৪ লাখের মতো শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। দেশে ১৯৯২ থেকে ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬৩ শতাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।